খেয়া

স্থাপিত ঃ ১৯৯২

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশন

রেজি নং S/73377 under WB Act XXVI of 1961

25, ফার্ন রোড, কলকাতা - 700 019, ফোন ঃ 65100696
e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com
Website : jagadbandhualumni.com
সভাপতি ঃ সুভাষ বোস '49 সম্পাদক ঃ রজত ঘোষ '85

RNI No. WBBEN/2010/32438
Regd. No. : KOL RMS / 426 / 2011-2013
• Vol. 2 • Issue : 6 • 15 June, 2011 • Price Rs. 2/-

খেয়ার এই সংখ্যাটি ১৯৫৪ সালের জনৈক ছাত্রের সৌজন্যে মুদ্রিত

এ মাসের অনুষ্ঠান :

২৬ জুন ২০১১ রবিবার
সন্ধ্যা ৬টায় জগদ্বন্ধু ইনসটিটিউশন হলঘর
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের
জন্ম সার্ধশতবর্ষে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনাসভা
সৌরজগতের নতুন রূপ
আলোচক ডঃ দেবীপ্রসাদ দুয়ারী
ডিরেক্টর এম. পি. বিড়লা প্ল্যানেটরিয়াম, কলকাতা

একনজরে আগামী অনুষ্ঠান

জুলাই ৩১ ২০১১ রবিবার সন্ধ্যা ৬ টায়
অ্যালমনি পুরস্কার' ১১
•কৃতী ছাত্র সম্বর্ধনা •প্রাক্তন শিক্ষক সম্বর্ধনা

অগস্ট ২৮ ২০১১ রবিবার, স্কুলে, সন্ধ্যা ৭ টায়

অ্যালমনি পুরস্কার প্রাপক

মাধ্যমিক ২০১১ (৭৫%)		উচ্চমাধ্যমিক ২০১১ (৭৫%)	
অর্ণব বেরা	৬৯৮	অয়ন চট্টোপাধ্যায়	৪৭০
দেবমাল্য ঘোষ	৬৯৪	(পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী)	
বিধান চন্দ্র গড়াই	৬৯২	জন্টি চক্রবর্তী	৪৪৬
ঋজুরেখ দাশগুপ্ত	৬৮৩	সুমন দেবনাথ	৪২৬
মৈনাক পাল	৬৬৭	সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়	৪২১
কল্প দাশ	৬৫৫	ইন্দ্রনীল ঘোষ	৪১৬
শুভজিৎ সাহা	৬৩১	সৌভিক বিশ্বাস	৪১৪
শুভ চক্রবর্তী	৬২২	তন্ময় মজুমদার	৪০৭
অর্কপ্রভ দে	৬১৭	রাহুল দত্ত	৩৯৭
শুভজিৎ মাইতি	৬১৭	নীলাঞ্জন পাহাড়ী	৩৯৩
অয়ন সরকার	৬১৫	শুভজিৎ মজুমদার	৩৯২
গৌরব মণ্ডল	৬০৮	সুমন পাল	৩৯২
রনি সামন্ত	৬০৪	সূর্য কিরণ সাহা	৩৮৮
পার্থদেব অধিকারী	৬০৩	দেবদূত দে	৩৮৩
শুভেন্দু শেখর পাল	৬০২		

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

● আমাদের তথ্য ভাণ্ডারে অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে সংযোজিত হতে চলেছে আপনার ছবি, শতবর্ষের প্রাক্‌কালে আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে হতে হবে সমকালীন। সুতরাং আপনার নাম এবং ব্যাচ লিখে 3" x 3" মাপের পাশপোর্ট ছবি আমাদের ই-মেল করুন।

● খেয়ার 'Name TAG'-এ আপনার তথ্যাবলীতে কোনও ত্রুটি বা অপূর্ণতা থাকে তাও আমাদের SMS - 9830579230 অথবা e-mail : jbi.alumni.1914@gmail.com এ আজই - এক্ষুনি, এই মুহূর্তে জানান।

G - সাধারণ (বার্ষিক) সদস্য, L - আজীবন সদস্য

পরিচালন সমিতি পুণর্গঠন ২০১১-২০১৩

সদস্যদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে প্রতি ২বছর অন্তর নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের পরিচালন সমিতি পুর্নগঠিত হয়। এ বছরের নির্বাচন সূচী নীচে দেওয়া হল। সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনারা আসুন মনোনয়ন পত্র জমা দিন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুন।

মনোনয়ন পত্র সংগ্রহ এবং জমা ঃ	7 Aug 11.30am - 12.30
	10 Aug 7.30 - 8.30 pm
	14 Aug 11.30am - 12.30
মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা	17 Aug
মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	21 Aug 11.30am - 12.30
নির্বাচন	24 Aug 7.30 - 8.30 pm
বার্ষিক সাধারণ সভা	28 Aug 7.00 pm

বি. দ্র. ঃ মনোনয়ন পত্র পেশ করার শর্ত ঃ
অন্তত দুবছরের সদস্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাধারণ সদস্য হলে ৩১.৩.১১ পর্যন্ত সদস্য চাঁদা দেওয়া থাকা আবশ্যক।

প্রাক্তন ছাত্রদের দেওয়া বিবিধ স্মারক বৃত্তি ও পুরস্কার

বেলা রায় স্মারক বৃত্তি ঃ প্রাতঃবিভাগের প্রয়াত প্রাক্তন শিক্ষয়িত্রী বেলা রায়ের স্মৃতিতে এই বৃত্তিটি দিচ্ছেন ওনার বোন হাসি মিত্র। চতুর্থ শ্রেণির প্রথম হওয়া ছাএ এই স্মারক বৃত্তিটি পাবে। ৫০০ টাকার এই বৃত্তি পাচ্ছে সিদ্ধার্থ সাহা।

লেখা সিংহ স্মারক বৃত্তি ঃ প্রাতঃবিভাগের ছোটোদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চিত্রকর এই বৃত্তিটি পাবে। ২০০৯ সালেই বৃত্তিটির প্রচলন কারণ হাসি মিত্র। এ বছর চতুর্থ শ্রেণির ঋষভ মাইতি এই বৃত্তিটি পাচ্ছে।

কল্যাণ মৈত্র স্মারক বৃত্তি ঃ কল্যাণ মৈত্র ১৯৫৩ এর স্মৃতিতে ওনার স্ত্রী ২০১১ সাল থেকে সপ্তম শ্রেণির প্রথম স্থানাধিকারীর জন্য বৃত্তিটি দিচ্ছেন। এই বৃত্তিটির প্রাপক পরে ঘোষিত হবে।

সুনীল কুমার বোস স্মারক বৃত্তি ঃ প্রাক্তন সভাপতির স্মৃতিতে ওনার ভাই সমীর কুমার বোস ২০১০ সাল থেকে অষ্টম শ্রেণির প্রথম স্থানাধিকারীর জন্য ৫০০ টাকার বৃত্তিটি দিচ্ছেন। এবারের প্রাপক সোহম মুখোপাধ্যায়।

পূর্ণিমা দেবী স্মারক বৃত্তি ঃ ১৯৭১ সালের ছাত্র আশিস ভট্টাচার্য এই স্মারক বৃত্তিটির প্রচলন করেছেন ২০০৬ থেকে, নবম শ্রেণির ফার্স্ট বয়ের জন্য। এই বছর এই বৃত্তিটি পাচ্ছে সোমনাথ নাইয়া। বৃত্তি মূল্য ৫০০ টাকা।

বিষ্ণুপদ সিংহ ও সরযূবালা সিংহ স্মারক বৃত্তি ঃ স্কুলের প্রাক্তন প্রয়াত শিক্ষক বিষ্ণুপদ সিংহ এবং ওনার স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ওঁদের মেয়ে হাসি মিত্র এই বৃত্তিটির প্রচলন করেন ২০০৫ সালেই। প্রসঙ্গত বলি হাসি মিত্রের তিন ভাই-ই অ্যালমনি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। নবম শ্রেণির যে ছাত্র ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে সেই হবে এই বৃত্তির প্রাপক। বৃত্তির মূল্য ৫০০ টাকা। এবছর এই বৃত্তিটি পাচ্ছে সন্দীপন মণ্ডল।

চন্ডীদাস বাগচি স্মারক বৃত্তি ঃ আমাদের প্রাক্তন সভাপতি চন্ডীদাস বাগচির সুযোগ্য পুত্র জয়মাল্য বাগচি ২০১১ সালে এই স্মারক বৃত্তিটি প্রচলন করেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য ৫০০০ টাকার এই বৃত্তি। এবছরের প্রাপক অর্ণব বেরা।

কুলদারঞ্জন দে স্মারক বৃত্তি ঃ দেবদীপ দে ১৯৮৭, ওনার বাবার স্মৃতিতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য ৫০০ টাকার এই বৃত্তিটি প্রচলন করেন ২০০৯ সালে। ৯৫ নম্বর পেয়ে ঋজুরেখ দাশগুপ্ত ২০১১ সালে এই বৃত্তিটি পাবে।

লোকনাথ ধর স্মারক বৃত্তি ঃ সোমনাথ ধর ১৯৬৬ সালের ছাত্র তাঁর লোকনাথ ধরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই বৃত্তি দিচ্ছেন। মাধ্যমিকে ইংরেজিতে লেটার মার্কসসহ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই বৃত্তিটি পাবে। প্রাপক দেবমাল্য ঘোষ, প্রাপ্ত নম্বর ৯০। মূল্য ৩০০ টাকা।

কার্তিক চন্দ্র সেন স্মৃতি পুরস্কার ঃ সুব্রত কুমার সেন ১৯৮০ ও শান্তনু সেন ১৯৯০। ২০০০ সাল থেকে এঁরা কার্তিক চন্দ্র সেন স্মৃতি পুরস্কার দিচ্ছেন। মাধ্যমিক পরীক্ষায় অঙ্কতে লেটার মার্কসসহ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই পুরস্কারটি পাবে। ২০১১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১০০ নম্বর পেয়ে এবার পুরস্কার পাচ্ছে অর্ণব বেরা ও দেবমাল্য ঘোষ।

সুনন্দা দেবী স্মারক বৃত্তি ঃ এই বৃত্তিটির জ্ঞাপক আশিস ভট্টাচার্য ১৯৭১, মাধ্যমিক জীবন বিজ্ঞানে লেটার মার্কসসহ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই ৫০০ টাকার স্মারক বৃত্তিটি পাবে। এ বছরের এই বৃত্তিটি পাচ্ছে ৯৮ নম্বর পেয়ে অর্ণব বেরা।

ভৌতবিজ্ঞানে বৃত্তি ঃ দেবপ্রকাশ চক্রবর্তী ১৯৬২ মাধ্যমিকে লেটার মার্কস সহ ভৌতবিজ্ঞানে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য এই বৃত্তিটি দিচ্ছেন। এ বছর ১০০ নম্বর পেয়ে এই বৃত্তিটি পাচ্ছে অর্ণব বেরা, পার্থ দেব অধিকারী বিধানচন্দ্র গড়াই, মৈনাক পাল এবং শুভজিৎ সাহা। বৃত্তি মূল্য ৩০০ টাকা।

অনিলা রায়চৌধুরি স্মারক বৃত্তি ঃ তপেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরি ১৯৫৩ ওঁর প্রয়াত মা-এর স্মরণে একটি বৃত্তি প্রবর্তন করেছেন। প্রপাক মাধ্যমিকে ইতিহাসে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত কল্প দাস, প্রাপ্ত নম্বর ৮৪। এই বৃত্তি মূল্য ৫০০ টাকা।

অজিত সেন স্মারক বৃত্তি ঃ অরবিন্দ সেন ১৯৬৭, ২০০৩ সালে তাঁর পিতা অজিত সেনের স্মৃতিতে এই বৃত্তিটি প্রবর্তন করেছেন। বৃত্তিমূল্য ৫০০ টাকা। মাধ্যমিক পরীক্ষায় ভূগোলে লেটার মার্কসসহ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই বৃত্তি পাবে। ৮৫ নম্বর পেয়ে দেবমাল্য ঘোষ এই বৃত্তিটি পাবে।

পারমিতা মজুমদার স্মারক বৃত্তি ঃ এই স্কুলের উচ্চমাধ্যমিক পাঠরত ছাত্রদের মধ্যে এই স্কুলেরই মাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য এই বৃত্তি। সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত পুরস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন স্বর্গীয় সদস্য অমল মজুমদার '৪৯, ওনার ছোটো মেয়ের নামে ১৯৯৮ সাল থেকে। এর অর্থমূল্য ৫০০ টাকা। এবার এই বৃত্তি পাচ্ছে বিধান চন্দ্র গড়াই। বর্তমানে এই বৃত্তিটি দিচ্ছেন ওনার মেয়ে অনিন্দিতা দাশগুপ্ত।

ননীবালা-গিরিবালা স্মৃতি পুরস্কার ঃ সদস্য তরুণকান্তি তালুকদার ১৯৫০ ওনার মা ননীবালা তালুকদার এবং মাতৃসমা গিরিবালা দেবীর নামে চারটি স্মৃতি পুরস্কার দিচ্ছেন। প্রতি বছর নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য ছাত্ররা এই ননীবালা-গিরিবালা স্মৃতি পুরস্কার পায়। আর্থিক পুরস্কারসহ একটি ফলক।

অর্ণব বেরা ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক

অয়ন চট্টোপাধ্যায় ঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলায় সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক।

সোমনাথ নাইয়া ঃ লেখাপড়ায় ধারাবাহিক সফলতা।

অরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ লেখাপড়া ছাড়া অন্য বিষয়ে (আবৃত্তি ও ক্যারাটে) দক্ষতার স্বীকৃতি।

সন্তোষ কুমার দত্ত স্মারক বৃত্তি ঃ বিশ্বজিৎ দত্ত ১৯৬৮ ওঁর বাবার স্মৃতিতে এই বৃত্তিটির প্রচলন করেন ২০০৭ সালে। একাদশ শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক হিসেবে এই বছর বৃত্তিটি পাচ্ছে অরুণ পাল।

ইন্দিরা দত্ত স্মারক বৃত্তি ঃ বিশ্বজিৎ দত্ত, ১৯৬৮ সালের ছাত্র, ওর মা-র স্মৃতিতে বৃত্তিটির প্রচলন করেন ২০০৭ সাল থেকে। একাদশ শ্রেণির বাণিজ্য বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই বৃত্তিটি পাবে। ২০১১ সালে এই বৃত্তিটি পাচ্ছে রোহন বোস।

চন্ডীদাস বাগচি স্মারক বৃত্তি ঃ আমাদের প্রাক্তন সভাপতি চন্ডীদাস বাগচির সুযোগ্য পুত্র জয়মাল্য বাগচি ২০১১ সালে এই স্মারক বৃত্তিটি প্রচলন করেন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় স্কুলে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য ১০০০০ টাকার এই বৃত্তি। এবছর এই বৃত্তিটি পাচ্ছে অয়ন চট্টোপাধ্যায়।

ক্ষিতীশচন্দ্র দে স্মারক বৃত্তি ঃ রণধীর দে ১৯৬৫, ওঁর পিতার স্মৃতিতে একটি বৃত্তি প্রবর্তন করছেন ২০০৫ সাল থেকে, বৃত্তি মূল্য ১০০০ টাকা। উচ্চমাধ্যমিকে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক অয়ন চট্টোপাধ্যায় এই বৃত্তি পাচ্ছে।

লাবণ্যপ্রভা ঘোষ স্মারক বৃত্তি ঃ সদস্য সুকমল ঘোষ ১৯৬৯ ওঁর মা-এর স্মৃতিতে একটি বৃত্তি প্রবর্তন করছেন ২০০০ সালে, মূল্য ৫০০ টাকা। স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই স্মারক বৃত্তিটি পাবে। এবারের প্রাপক অয়ন চট্টোপাধ্যায়।

কাজল বল স্মারক বৃত্তি ঃ প্রাক্তন শিক্ষক প্রয়াত কাজল বলের স্মৃতিতে এই বৃত্তিটি প্রচলন করেছেন ওনার স্ত্রী স্কুলেরই প্রাক্তন শিক্ষিকা কল্যাণী বল। উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী জন্টি চক্রবর্তী এই বৃত্তিটি পাচ্ছে। এ বছর এর বৃত্তি মূল্য ৭০০ টাকা।

শিবনারায়ণ রায়চৌধুরি স্মারক বৃত্তি ঃ তপেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরি ১৯৫৩, ওঁর পিতার স্মরণে একটি বৃত্তি প্রবর্তন করেছেন। এই বৃত্তি প্রাপ্ক হবে উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞানে তৃতীয় স্থান পাওয়া ছাত্র। এবারে এই পুরস্কারের প্রাপক সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়। এর বৃত্তিমূল্য ৫০০ টাকা।

সুধারানি ঘোষ স্মারক বৃত্তি ঃ উচ্চমাধ্যমিক বাণিজ্য প্রথম তিনজনকে এককালীন বৃত্তি দিয়ে আশীর্বাদ জানাতে চান অশোক কুমার ঘোষ ১৯৬৪, তাঁর মায়ের নামে প্রদত্ত এই বৃত্তির অর্থমূল্য যথাক্রমে ৫০০, ৩০০ এবং ২০০ টাকা। প্রাপক সুমন দেবনাথ (৪২৬), সানি প্রসাদ তাঁতি (৩৫২), প্রসেনজিৎ কুণ্ডু (৩৪৫)।

বিষ্ণুপদ সিংহ স্মারক বৃত্তি ঃ স্কুলের ইংরেজির প্রাক্তন প্রয়াত শিক্ষক বিষ্ণুপদ সিংহের স্মরণে তাঁর পুত্ররা দিলীপ কুমার সিংহ ১৯৫৩, দেবপ্রসন্ন সিংহ ১৯৬৭ ও দেবদত্ত সিংহ ১৯৬৯ একটি স্মারক বৃত্তি ২০০০ সালে প্রবর্তন করেছেন। প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই বৃত্তিটি পাবে। বৃত্তি মূল্য ৫০০ টাকা। ৮৮ নম্বর পেয়ে এই বৃত্তির এবারের প্রাপক অয়ন চট্টোপাধ্যায়।

শেফালী গণ স্মারক বৃত্তি ঃ শিবদাস গণ ১৯৫৬ সালের ছাত্র। তিনি ওনার মা-এর স্মৃতিতে একটি বৃত্তি দিয়ে আসছেন ২০০০ সাল থেকে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় লেটার মার্কসসহ অঙ্কে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক পাবে এই বৃত্তি। ৯৯ নম্বর পেয়ে এ বছর বৃত্তিটির যুগ্ম প্রাপক অয়ন চট্টোপাধ্যায়, তন্ময় মজুমদার। বৃত্তি মূল্য ৫০০ টাকা করে।

ড. আনন্দমোহন ঘোষ স্মারক বৃত্তি ঃ আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য প্রয়াত ড. আনন্দমোহন ঘোষের পুত্র কণাদ ঘোষ ও কন্যা সুদেষ্ণা ঘোষ তাঁদের পিতৃদেবের স্মৃতিতে স্মারক বৃত্তি ২০০৪ সালে প্রবর্তন করেন। প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিকে পদার্থবিদ্যায় লেটার মার্কসসহ সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই বৃত্তিটি পাবে। ৯৯ নম্বর পেয়ে এ বছর এই বৃত্তি প্রাপক অয়ন চট্টোপাধ্যায়।

সুবিমল গুপ্ত স্মারক বৃত্তি ঃ ২০০১ সালে ধ্রুবজ্যোতি গুপ্ত ১৯৬৮ এবং অমরজ্যোতি গুপ্ত ১৯৭০ ওঁদের বাবার স্মৃতিতে এই স্মারক বৃত্তি প্রবর্তন করেছেন। প্রতি বছর উচ্চমাধ্যমিকে রসায়নে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক এই বৃত্তিটি পাবে। মূল্য ৫০০ টাকা, এই বছর বৃত্তিটি পাচ্ছে অয়ন চট্টোপাধ্যায় ও জন্টি চক্রবর্তী ।

রামকুমার সেন স্মৃতি পুরস্কার ঃ ২০০২ সাল থেকে সুব্রত কুমার সেন ১৯৮০ এবং শান্তনু সেন ১৯৯০ সালের ছাত্র তাদের বাবার স্মৃতিতে এই পুরস্কারটি দিয়ে আসছেন। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় রাশি বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ নম্বর ৯৬ পেয়ে বৃত্তিটি পাচ্ছে অয়ন চট্টোপাধ্যায়।

মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বৃত্তি ঃ মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় স্মৃতিরক্ষা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত এই পুরস্কার উচ্চমাধ্যমিকে জীব বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকের জন্য। ৯১ নম্বর পেয়ে এ বছর এই বৃত্তির প্রাপক জন্টি চক্রবর্তী। বৃত্তি মূল্য ৫০০ টাকা এবং একটি স্মারক।

অধ্যাপক সুধীর কুমার দত্ত স্মারক বৃত্তি ঃ সমীরেন্দু দত্ত ১৯৫৪ ওনার পিতা অধ্যাপক সুধীর কুমার দত্তের স্মরণে এই বৃত্তি প্রবর্তন করেছেন ১৯৯৯ সালে। হিসাবশাস্ত্রে লেটার মার্কসসহ উচ্চমাধ্যমিকে ৭৫% পাওয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রের জন্য। এবছর এই বৃত্তির প্রাপক সুমন দেবনাথ।

অমূল্য কুমার মুখোপাধ্যায় স্মারক বৃত্তি ঃ চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ১৯৬৪ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় হিসাবশাস্ত্রে সর্বোচ্চ (৯০ শতাংশ বা তার বেশি) নম্বর প্রাপকের জন্য এই বৃত্তিটি প্রচলন করেছেন। এ বছর বৃত্তি পাচ্ছে সুমন দেবনাথ। বৃত্তি মূল্য ৫০০ টাকা।

অমল মজুমদার স্মারক বৃত্তি ঃ অমল মজুমদারের ১৯৪৯ মেয়ে অনিন্দিতা দাশগুপ্ত প্রবর্তন করেন, উচ্চতর শিক্ষায় সামান্য আর্থিক সহায়তার জন্য। এ বছর ৫০০ টাকার এই বৃত্তিটির প্রাপক সৌভিক বিশ্বাস।

ছাত্র-শিক্ষা সহায়ক বৃত্তি ঃ প্রাক্তন ছাত্রদের বিশেষ করে সৌমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ১৯৬৫ অনুদানে গড়ে উঠেছে এই বিশেষ ফান্ড। স্কুলের উচ্চামাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মেধাবী ও আপাত অসচ্ছল ছাত্রদের উচ্চতর শিক্ষার আংশিক আর্থিক সহায়তা দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। এই বছর সৌভিক বিশ্বাস (বিজ্ঞান), শুভাশিস ধারা (বানিজ্য), সঞ্জীব সরদার, সুবীর মণ্ডল, শুভঙ্কর বৈদ্য, শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সানি প্রসাদ তাঁতি আর্থিক অনুদান পাচ্ছে।

শ্যামল দত্তরায় স্মারক বৃত্তি ঃ আমাদের বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক বিশিষ্ট চিত্রকর শ্যামল দত্তরায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে এই বৃত্তি। প্রতি বছর আমাদের বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজার আমন্ত্রণ পত্রে মুদ্রণের জন্য নির্বাচিত সর্বশ্রেষ্ঠ আঁকা ও হাতের লেখার জন্য বৃত্তিটি পাবে। এবারের বৃত্তি পাবে যথাক্রমে দেবজিৎ রায় একাদশ শ্রেণি ও সোমনাথ নাইয়া দশম শ্রেণি। বৃত্তি মূল্য ৫০০ টাকা করে।

সৃজনী ঃ অরিন্দম চক্রবর্তী ২০০০, 'সৃজনী' বৃত্তিটি চালু করেছেন ২০১০, বৃত্তিমূল্য ৫০০ টাকা। সরস্বতী পুজোয় অঙ্গন সজ্জায় শ্রেষ্ঠ সৃজনশীলতার স্বীকৃতিতে, এ বছর একাদশ শ্রেণির সুবজিৎ বেরা এই সৃজনী বৃত্তিটি পাচ্ছে।

হীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ও উষারাণী ঘোষ স্মারক বৃত্তি ঃ শমীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ ১৯৫৬, ওনার বাবা এবং মা-র স্মৃতিতে এই বৃত্তি প্রচলন করলেন ২০০৯ সাল থেকে। আমাদের স্কুলে দশম শ্রেণিতে পাঠরত, ছাত্রদের মধ্যে মেধাবী অথচ আপাত অসচ্ছল ছাত্রের জন্য এই বৃত্তি। এই বছর এই বৃত্তিটির প্রাপক পরে ঘোষিত হবে।

বিমল কৃষ্ণ মিত্র এবং বিমলা মিত্র স্মারক বৃত্তি ঃ '৫৬ সালের ছাত্র শমীন্দ্র চন্দ্র ঘোষের স্ত্রী কৃষ্ণা ঘোষ এই বৃত্তিটি প্রচলন করেছেন ২০০৯ থেকে। আমাদের স্কুলে দশম শ্রেণিতে পাঠরত, ছাত্রদের মধ্যে মেধাবী অথচ আপাত অসচ্ছল ছাত্রের জন্য এই বৃত্তি। এই বছর এই বৃত্তিটির প্রাপক পরে ঘোষিত হবে।

অ্যালমনি অ্যাওয়ার্ড

সারস্বত সাধনার ক্ষেত্রে বিরল কৃতিত্বে স্বীকৃতিতে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদত্ত হয়ে আসছে ২০১১ সাল থেকে। উচ্চমাধ্যমিকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করায় অয়ন চট্টোপাধ্যায়কে ২০১১ সালে **অ্যালমনি অ্যাওয়ার্ড** দেওয়া হল।

প্রতিবেদন ঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মসার্ধশতবর্ষের অন্তিম পর্বে আমরা স্মরণ করি রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ বলতে আমাদের সামনে ভেসে ওঠে কিছু গান, কিছু কবিতা আর কয়েকটি গল্প উপন্যাস। কিন্তু এই গল্প গান বাদ দিয়েও রবীন্দ্রনাথের যে বিশালতা আমরা যেখানে পৌছতে পারি না সেই অধরা বিষয়গুলোর মধ্যেই আমরা অবগাহনের চেষ্টা করেছি। বিষয় হিসেবে তাই বেছে নেওয়া হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের স্থাপত্যচিন্তা। নূতনের পূজারি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাড়িতে থেকেছেন। পরিবেশ এবং গঠন শৈলীর দিক থেকে প্রত্যেকটি বাড়ি হয়ে উঠেছে একে অন্যের থেকে আলাদা বা স্বতন্ত্র। তাই গত ২৯ মে, রবিবার সন্ধ্যায় স্কুলের হল ঘরে 'শান্তিনিকেতন স্থাপত্য পরিবেশ এবং রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত সন্ধেটা স্কুলের অডিটরিয়াম জনসমাগমে সরগরম ছিল। বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য আমাদের প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ কুমার সিংহ অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। তারপর 'নির্মাণ' তথ্যচিত্রটি প্রদর্শিত হয়। যেখানে রবীন্দ্রনাথের নানান বাড়ির কথা তার স্থাপত্য শৈলীর কথা আমরা জানতে পারি। নানান অজানা তথ্যে সার্থক বিন্যাসে দর্শকদের মন যেমন ভরে ওঠে তেমন ঋদ্ধ হয়ে উঠি। এরপর আলোচনায় বসেন অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনাথনাথ দাস। আলোচনার মধ্যে দিয়ে উঠে আসে নানান প্রসঙ্গ সুরেন্দ্রনাথ কর, রথীন্দ্রনাথ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বর কথা। নানান আলোচনায় এই অর্ধেও দর্শককুল গভীর মনোনিবেশ করে। অনুষ্ঠানের শেষে আমাদের পক্ষ থেকে প্রাক্তন সভাপতি বিশিষ্ট পরিবেশবিদ্ প্রণবেশ সান্যাল এবং বিশিষ্ট চলচিত্র পরিচালক রাজা মিত্র অরুণেন্দু বাবু এবং অনাথ বাবুকে স্মারক উপহার দেন। প্রাক্তন ছাত্র, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, বর্তমান প্রধান শিক্ষক এবং অভিভাবক সহ শতাধিক দর্শকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সার্বিকভাবে সার্থক হয়ে ওঠে।

অতিথির অভিমত

এসে তো খুব ভাল লাগছে। মনে পড়ছে জ্যোতিভূষণ চাকীর কথা, এই স্কুলেই উনার অনেক স্মৃতি তো জড়িয়ে আছে। এই অনুষ্ঠানে এসে তোমাদের জন্য উনাকেই স্মরণ করি।

তোমাদের প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠান দুই-ই আনন্দিত করেছে। সাফল্যমণ্ডিত হোক এই প্রার্থনা॥

অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
98305 85197

অতিথির অভিমত

বহু বছর যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচয় দূর থেকে নানাভাবেই আজ সেখানে আমন্ত্রিত হয়ে এসে ভালো লাগছে। এই প্রায় শতাব্দীপ্রাচীন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকেরা, ছাত্রে যাঁরা পড়াশোনা করেছেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, এই প্রতিষ্ঠানের সজীব সচল প্রবাহে। অনুষ্ঠান সভার কর্মকর্তারা এখানে ছাত্র ছিলেন, এখনও আছেন। তাঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

অনাথনাথ দাস
২৯.৫.২০১১

Printed & Published by Rajat Ghosh on behalf of owner Ballygunge Jagadbandhu Institution Alumni Association, Printed at Print Gallery, 189F/2 Kasba Rd, Kolkata - 42. 24 Pgs(S). Published at 25, Fern Rd, Kolkata-700 019. Editor's Name : Rajat Ghosh. Address 2L, Garcha 1st Lane, Kolkata-700 019.